০১ এপ্রিল ২০১৫

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ মার্চ ২০১৫

চলমান রাজনৈতিক সংকটের কারণেই মানবাধিকার পরিস্থিতির ভয়াবহ ক্রমাবনতি
সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন
সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন
সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার
নারীর প্রতি সহিংসতা
নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)
দুর্নীতি দমন কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা
***অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান**

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানী ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৫ সালের মার্চ মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

চলমান রাজনৈতিক সংকটের কারণেই মানবাধিকার পরিস্থিতির ভয়াবহ ক্রমাবনতি

১. ৩১ মার্চ অতিসংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির তিন মাস পূর্ণ হলো। ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের[১] এক বছরে গত ৫ জানুয়ারী থেকে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট যে অবরোধ ও হরতালের ডাক দিয়েছিলো তা অব্যাহত আছে। ক্ষমতাসীন দলের উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দ ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটকে কঠোরভাবে দমন করার জন্য তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে নির্দেশনা দিচ্ছেন, যার ফলে ব্যাপকভাবে দমন-পীড়ন চলছে। গত দুই মাসের মতো মার্চ মাসেও গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুলি করে আহত করা, রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করার ঘটনাগুলো ঘটেছে এবং এইসব অধিকাংশ ঘটনার শিকার হয়েছেন বিএনপি ও জামায়াতের নেতা কর্মীরা। পুলিশ-র‍্যাবসহ আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে এবং আইনসম্মতভাবে দায়মুক্তি পাবার লক্ষ্যে পুলিশ সদর দপ্তর নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারন) আইন সংশোধন করার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব করেছে। মার্চ মাসেও সরকার প্রায় প্রতিদিনই বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করেছে। এরমধ্যে অসংখ্য সাধারণ মানুষও গ্রেফতার হয়েছেন এবং আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে গ্রেফতার বাণিজ্যের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাসহ ২০ দলীয় জোটের হাজার হাজার নেতাকর্মী ইতিমধ্যে গ্রেফতার হয়েছেন।[২] ২০ দলীয় জোটের বাকী শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অধিকাংশই আত্মগোপন করে আছেন। গণগ্রেফতারের ফলে জেলখানাগুলো বন্দীদের দিয়ে পূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং বন্দীরা মানবেতরভাবে জেলখানাগুলোতে অবস্থান করছেন। দেশের বিভিন্ন জেলায় যৌথবাহিনীর অভিযান অব্যাহত আছে। যৌথ বাহিনীর অভিযানের সময় ২০ দলীয় জোটের নেতা কর্মীদের বাড়ি ঘর ভাংচুর ও লুটপাট চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৩] ২০ দলীয় জোটকে সরকার মিছিল-সভা-সমাবেশ করতে না দিলেও মন্ত্রী ও সরকার দলীয় কর্মীরা পুলিশি পাহারায় সারাদেশে সভা-সমাবেশ করছেন।[৪] বর্তমানে মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখিন। হরতাল ও অবরোধ চলাকালে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বোমা হামলা, যানবাহন ভাংচুর এবং সরকারী কার্যালয়ে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই সমস্ত ঘটনায় অনেক সাধারণ মানুষ আহত ও নিহত হয়েছেন। ঘটনার দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করে সরকার ও ২০ দলীয় জোট একে অপরকে দায়ী করেছে। ফলে সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা,স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে এবং এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে দেশের জনগণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

---

[১] ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ তাদের নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোটসহ নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনকৃত বেশিরভাগ দলই নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি পূরন না হওয়ায় অংশগ্রহণ করেনি। এতে করে নির্বাচনের আগেই নজিরবিহীনভাবে সর্বমোট ৩'শ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনেই সরকারি দল আওয়ামীলীগ ও আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন জোটের সমর্থকরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

[২] যুগান্তর ১৯ জানুয়ারি ২০১৫

[৩] নয়াদিগন্ত ৪ মার্চ ২০১৫

[৪] মানবজমিন, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

২. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মার্চ মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ৩২ জন নিহত এবং ৫৬১ জন আহত হয়েছেন। মার্চ মাসে আওয়ামী লীগের ৩২ টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এই সময়ে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৫ জন নিহত ও ২৮১ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

৩. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী মার্চ মাসে ৯ জন গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে; যাঁদের মধ্যে ২ জনের লাশ পাওয়া গেছে । ৪ জনকে পরবর্তীতে আদালতে হাজির করা হয়েছে।

৪. অতি সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গুমের অনেক ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, তাঁদের স্বজনদের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই ধরে নিয়ে যেয়ে গুম করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে গিয়ে হস্তান্তর করছে বা ভিকটিমদের লাশ পাওয়া যাচ্ছে। নারীরাও গুম হওয়া থেকে বাদ পড়ছেন না। গত ১৪ জানুয়ারি রংপুরের মিঠাপুকুর থেকে আল-আমিন কবিরের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী বিউটি বেগম ও বাড়ির গৃহকর্মী মৌসুমীকে তুলে নিয়ে গুম করা হয়েছে বলে ভিকটিম পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।[৫]

৫. বিএনপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমেদকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঢাকার উত্তরার ৩ নম্বর সেক্টরের ১৩/বি নম্বর সড়কের ৪৯/বি নম্বরের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁর স্ত্রী হাসিনা আহমেদ। হাসিনা আহমেদ *অধিকারকে* জানান, তাঁদের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের উত্তরার ওই বাসায় সালাহ উদ্দিন আহমেদ আত্মগোপন করে দলীয় কর্মসূচী পরিচালনা করছিলেন।[৬] বাসার নিরাপত্তাকর্মী ও কেয়ারটেকার আক্তারুজ্জামানের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, ১০ মার্চ রাত ১০.১০ মিনিটে দুইটি র‍্যাব ও দুইটি পুলিশের গাড়ি উত্তরার ওই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় এবং গাড়িগুলো রাস্তার ওপর বাঁকা করে রেখে কিছু সময়ের জন্য রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এর পরপরই বেশ কয়েকজন সাদা পোশাকধারী লোক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে জোর করে ওই বাসায় প্রবেশ করে এবং সালাউদ্দিন আহমেদকে চোখ বেঁধে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। ১১ মার্চ সকালে সালাহ উদ্দিন আহমেদের খোঁজে র‍্যাব অফিস, ডিবি অফিস ও থানায় যোগাযোগ করা হলেও সালাহ উদ্দিন আহমেদের আটকের বিষয়টি আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী অস্বীকার করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে হাসিনা আহমেদ গুলশান ও উত্তরা থানায় জিডি করতে গেলে পুলিশ জিডি নেয়নি।[৭] উত্তরার ৩ নম্বর সেক্টর কল্যাণ সমিতির নিরাপত্তারক্ষী মনসুর আহমেদ জানান, ওইদিন রাতে সাইকেলে করে এলাকা টহল দেয়ার সময় তিনি একটি আবাসিক ভবনের সামনে সাদা একটি মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। এই সময় সেখানে ছয় থেকে সাতজন যুবককেও দেখতে পান। তিনি তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা নিজেদের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বলে পরিচয় দেন।[৮] গত ১২ মার্চ হাসিনা আহমেদ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারি কার্যবিধিতে একটি রিট আবেদন করেন। আবেদনের প্রাথমিক শুনানী শেষে হাইকোর্ট বেঞ্চ সালাহ উদ্দিনকে কেন খুঁজে বের করা হবে না এবং কেন আদালতে হাজির করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করে।[৯] গত ১৫ মার্চ পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা মহানগর পুলিশ, র‍্যাব,

[৫] অধিকারএর সংগৃহিত তথ্য
[৬] বিএনপির অধিকাংশ শীর্ষ নেতা কর্মী গ্রেফতার হয়ে জেলে থাকায় সালাহ উদ্দিন আহমেদ আত্মগোপন অবস্থায় থেকে প্রতিদিন দলীয় বিজ্ঞপ্তি পাঠাচ্ছিলেন।
[৭] অধিকারএর সংগৃহিত তথ্য
[৮] মানবজমিন ১৬ মার্চ ২০১৫
[৯] প্রথম আলো ১৩ মার্চ ২০১৫

পুলিশের অপরাধ তদন্ত সংস্থা (সিআইডি) ও বিশেষ শাখা (এসবি) পাঁচটি আলাদা প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করে। প্রতিবেদনে ঐ সংস্থাগুলো সালাহ উদ্দিনকে আটক করেনি বলে উল্লেখ করে।[১০] অন্যদিকে সালাহ উদ্দিন আহমেদের ব্যক্তিগত সহকারী ওসমান গণি এবং তাঁর গাড়ি চালক শফিক ও খোকনকে সাদা পোশাকের লোকজন ধরে নিয়ে গিয়ে প্রথমে অস্বীকার করে এবং পরে থানায় হস্তান্তর করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওসমান গণির ভাই মহসিন হোসেন *অধিকারকে* জানান, গত ৮ মার্চ রাত আনুমানিক ২.৩০ টায় রাজধানীর বাড্ডার বাসা থেকে র‍্যাবের পোশাক পড়া ২ জন ও সাদা পোশাকের আরো ১৪/১৫ জনের একদল অস্ত্রধারী ওসমান গণিকে র‍্যাব পরিচয় দিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। পরিবারের পক্ষ থেকে ৯ মার্চ রাত পর্যন্ত র‍্যাব অফিস, ডিবি কার্যালয়, গুলশান ও বাড্ডা থানা এবং সিএমএম কোর্টে খোঁজ নিয়েও তাঁর কোন খোঁজ মেলেনি। সরকারের কোন বাহিনী ওসমান গণিকে গ্রেফতারের কথা স্বীকার করেনি। ৯ মার্চ রাত আনুমানিক ৮ টায় গুলশান থানা থেকে মহসিনকে ফোন করে জানানো হয় তাঁর ভাই ওসমান গণিকে র‍্যাব সেখানে রেখে গেছে। তখন স্বজনরা গুলশান থানায় গিয়ে থানা হাজতে ওসমান গণির সঙ্গে দেখা করেন। এই সময় থানা হাজতে সালাহ উদ্দিন আহমেদের দুই জন গাড়ি চালক খোকন ও শফিককেও দেখতে পান তাঁরা। খোকন ও শফিককেও ওসমান গণিকে আটকের কিছু সময় আগে আটক করা হয় বলে তিনি জানতে পারেন। এই সময় ওসমান গণি মহসিনকে জানান যে র‍্যাব তাঁকে বাসা থেকে গ্রেফতার করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে সালাহ উদ্দিন আহমেদের খোঁজ পাওয়ার জন্য তাঁকে সহ খোকন ও শফিকের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে।[১১] পরে ওসমান গণি, খোকন ও শফিককে রিমান্ডে নেয়া হয় এবং বর্তমানে তাঁরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আছেন।[১২]

৬. গত ১৩ মার্চ ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ পুলিশের মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন করে জানায় যে, গত ১২ মার্চ জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত ফেসবুক পাতা 'বাঁশের কেল্লা'[১৩]র অন্যতম এডিটোরিয়াল এডমিন খন্দকার জিয়াউদ্দিন ফাহাদকে গ্রেফতার করা হয়েছে।[১৪] ফাহাদের বাবা চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার সাধনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খন্দকার ছমির উদ্দিন বলেন, ফাহাদ কুমিল্লায় তাঁর বোনের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান থেকে ৯ মার্চ বিকেলে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে একদল লোক তাঁকে আটক করে নিয়ে যায়। কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে খোঁজ নিতে ডিবি কার্যালয়ে গেলে কর্মকর্তারা গ্রেপ্তারের বিষয়টি অস্বীকার করেন।[১৫] এই ঘটনার পরপরই ১৮ মার্চ খন্দকার ছমির উদ্দিনকে বাঁশখালী উপজেলার সাধনপুর ইউনিয়নের লটমনি পাহাড়ে জঙ্গি প্রশিক্ষণ আস্তানার সন্ধান ও অস্ত্র উদ্ধার মামলায় একজন সাক্ষী হিসেবে র‍্যাব আটক করে।[১৬]

৭. যশোরের মণিরামপুর উপজেলার কাশিপুর গ্রামের রাশেদ বিশ্বাসের পুত্র খেদপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার মেজবাহ উদ্দিন চন্টু (৪০) কে গত ১৭ মার্চ ঢাকার মগবাজার এলাকায় তাঁর এক বন্ধুর বাসা থেকে গ্রেফতারের পর ১৯ মার্চ সকালে যশোরের মানিকদি এলাকার রেল লাইনের পাশ থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের দাবি তিনি ট্রেনে কাটা পরে মারা গেছেন আর নিহত চন্টুর স্বজনদের দাবি লাশের গায়ে ট্রেনে কাটা পড়ার কোন চিহ্ন নেই বরং তাঁকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত চন্টুর বড় ভাই রুহুল কুদ্দুস মন্টু অধিকারকে জানান, চন্টু বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক কারনে দায়ের করা মামলা ছিল। পুলিশি হয়রানী থেকে রক্ষা পেতে তিনি বেশ কিছু দিন ধরে ঢাকায়

---

[১০] প্রথম আলো ১৬ মার্চ ২০১৫
[১১] অধিকারএর সংগৃহিত তথ্য
[১২] অধিকারএর সংগৃহিত তথ্য
[১৩] সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জামায়াত-শিবির সমর্থিত একটি ফেসবুক পেজ হচ্ছে 'বাঁশের কেল্লা'।
https://www.facebook.com/newbasherkella/photos/a.428857090535594.1073741828.428835640537739/853651248056174/?type=1
[১৪] প্রথম আলো ১৪ মার্চ ২০১৫
[১৫] প্রথম আলো ১৪ মার্চ ২০১৫
[১৬] যুগান্তর ১৯ মার্চ ২০১৫

বন্ধুদের বাসায় আত্মগোপন করে ছিলেন। গত ১৭ মার্চ রাত আনুমানিক ৮ টায় ঢাকার মগবাজারের বাসা থেকে সাদা পোশাকের লোকেরা তাঁকে তুলে নিয়ে যায়। ১৮ মার্চ সকাল থেকে মনিরামপুর ও যশোর থানা, র‍্যাব অফিস ও ডিবি অফিসে যোগাযোগ করলেও তারা চন্টুকে গ্রেফতারের বিষয়টি অস্বীকার করে। পরে যশোরের কয়েকজন আওয়ামীলীগ নেতার দ্বারস্থ হন তিনি। ওই আওয়ামীলীগ নেতারা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে জানান, চন্টুকে ১৮ মার্চ রাতে ডিবি গ্রেফতার করেছে। তাঁকে যশোর অথবা মনিরামপুর থানায় গ্রেফতার দেখানো হবে। কিন্তু ১৯ মার্চ সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০ টায় যশোরের সাত মাইল মানিকদি এলাকায় রেল লাইনের পাশে চন্টুর লাশ পাওয়া যায়। মন্টু আরো জানান, মনিরামপুরের এক রেন্ট-এ কার ব্যবসায়ী তাঁকে বলেন, তাঁর মাইক্রোবাসে করেই মনিরামপুর থানা পুলিশ চন্টুকে ঢাকা থেকে যশোর ডিবি অফিসে নিয়ে আসে। ওই মাইক্রোবাসের চালক মনিরামপুর ফিরে যাবার পর থানার ওসি মোল্লা খবির উদ্দিন ওই গাড়ির ড্রাইভারকে ফোন করে থানায় ডেকে নিয়ে শাসিয়েছেন, "ঘটনার ব্যাপারে কাউকে কিছু জানালে চন্টুর মতো তাঁকেও ক্রসফায়ারে দিয়ে হত্যা করা হবে"।[১৭]

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৮. অভিযোগ রয়েছে, বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের কথিত ক্রসফায়ারের নামে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হচ্ছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় দেশে আইনের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

৯. *অধিকার এর প্রাপ্ত* তথ্য মতে মার্চ মাসে ১২ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। নিহত ১২ জনের মধ্যে ৯ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এরমধ্যে ১ জন র‍্যাবের হাতে এবং ৮ জন পুলিশের হাতে নিহত হয়েছেন। একই সময়ে ২ জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এছাড়াও এই সময়ে ১ জনকে পুলিশ নির্যাতন করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

১০. নিহত ১২ জনের মধ্যে ২ জন বিএনপি'র নেতাকর্মী, ১ জন জামায়াতে ইসলামী'র নেতা, ১ জন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর সমর্থক, ১ জন দর্জি, ১ জন হত্যা মামলার আসামী, ১ জন যুবক যার পরিচয় পাওয়া যায়নি এবং ৫ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

১১. রংপুর জেলার মিঠাপুকুরে পুলিশের সঙ্গে কথিত সংঘর্ষে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুদা লাবলু নিহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, গত ৯ মার্চ রাত আনুমানিক সাড়ে তিনটায় রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের বলদীপুকুর এলাকায় একদল দুর্বৃত্ত গাছ কাটছিলো। এই সময় টহল পুলিশ বাঁধা দিলে দুর্বৃত্তরা পুলিশের ওপর ককটেল ও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে। পুলিশ আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি ছুঁড়লে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। পরে পাশের পুকুর থেকে নাজমুল হুদা লাবলুকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের বড় বোনের স্বামী মাসুদ জানান, গত ৮ মার্চ সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টায় পীরগঞ্জ উপজেলার শানেরহাট কালানুর শাহপুর গ্রামে তাঁর বাড়ি থেকে সাদা পোশাকের ব্যক্তিরা আইন শৃংখলা বাহিনীর লোক বলে পরিচয় দিয়ে অস্ত্রের মুখে লাবলুকে ধরে নিয়ে যায়। এরপর গত ৯ মার্চ দুপুরে পুলিশ তাঁদের খবর দেয় লাবলুর লাশ নিয়ে যাওয়ার

[১৭] অধিকাএর সংগৃহীত তথ্য

জন্য। এই ব্যাপারে নিহতের বাবা নুরুন্নবী শাহ বলেন, "পুলিশ আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে বন্দুক যুদ্ধের নাটক সাজিয়েছে"।[১৮]

হেফাজতে নির্যাতন

১২. গত ১৯ মার্চ রাতে পুরোনো ঢাকার চকবাজার এলাকার মাদ্রাসা গলি থেকে জাহাঙ্গীর হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ একটি ডাকাতির মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেপ্তার করে। জাহাঙ্গীরকে পুলিশ আদালতে হাজির করলে আদালত দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। রিমান্ডে থাকা অবস্থায় ২০ মার্চ সন্ধ্যা আনুমানিক পৌনে ৭টায় জাহাঙ্গীর চকবাজার থানা হাজতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে বলে পুলিশ দাবি করেছে। কিন্তু জাহাঙ্গীরের পরিবারের অভিযোগ, থানা হেফাজতে নির্যাতনের ফলে জাহাঙ্গীর মারা গেছে। তাঁর গলায় দাগ থাকলেও শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাতের চিহ্নও ছিল। নিহত জাহাঙ্গীরের বোন শাহীনূর অধিকারকে বলেন, থানা হেফাজতে কম্বল দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করা যায়-পুলিশের এই কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। পুলিশ তাঁর ভাইকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। এই কারণেই লাশ বুঝে নেয়ার সময় পুলিশ তাঁর বাবার পকেটে ১০ হাজার টাকা ঢুকিয়ে দিয়ে একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে। এছাড়া জাহাঙ্গীরের মৃত্যু নিয়ে কারো কাছে মুখ না খুলতে তাঁর বাবাকে হুমকি দিয়ে বলেছে এই ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে তাঁর এবং তাঁর অন্য ছেলের পরিণতিও জাহাঙ্গীরের মতোই হবে।[১৯]

১৩. গত ১৭ মার্চ পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার কালাইয়ার ল্যাংরা মুন্সির পোল এলাকায় কালাইয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক মোহাম্মদ হালিম খান ও বাউফল প্রথম আলোর প্রতিনিধি মিজানুর রহমানের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয় এবং পরে একে অপরের পরিচয় জেনে বিষয়টি মিটমাট করে নেন। কিন্তু এরপর মারধর ও সরকারী কাজে বাধাদানের অভিযোগে মিজানুরের বিরুদ্ধে বাউফল থানায় মামলা করে পুলিশ। ঐদিন রাতেই মিজানুরকে গ্রেফতার করা হয় এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নরেশ চন্দ্র কর্মকারের কক্ষে নিয়ে মিজানুরের হাতে হ্যান্ডকাফ পড়িয়ে তাঁকে লাঠি দিয়ে এলোপাথারীভাবে পেটায় এক দল পুলিশ। জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত এই পেটানো চলতে থাকে। মিজানুরের ভাষ্য মতে, তাঁকে নির্যাতনকারী এই দলে ছিলেন পটুয়াখালীর (সদর সার্কেল) সাহেব আলী পাঠান, বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নরেশ চন্দ্র কর্মকার এবং আরও দুইজন পুলিশ সদস্য।[২০] গত ২২ মার্চ মিজানুর রহমানকে পটুয়াখালী জেলা কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। এই সময় মিজান হাঁটতে পারছিলেন না। পুলিশের দুই সদস্য তাঁকে দুই পাশ থেকে ধরে আদালতে হাজির করেন। এরপর মিজান তাঁর শার্ট খুলে বিচারককে পুলিশের নির্যাতনের চিহ্ন দেখান। কিন্তু তারপরও আদালত উভয় পক্ষের শুনানী শেষে মিজানের জামিন নামঞ্জুর করে।[২১] গত ২৪ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ মিজানুর রহমানকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করাকে কেন অবৈধ ঘোষনা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারী করে।[২২]

১৪. গত তিন মাসে রাজনীতিবিদদের ছাড়াও গণমাধ্যম ব্যক্তিদেরও গ্রেফতার করে দফায় দফায় রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীকে বিভিন্ন মামলায় ২৭ দিনের এবং বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে চার দফায় ১২ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। বেসরকারী টেলিভিশন মালিকদের সংগঠন এ্যাটকোর সভাপতি মোসাদ্দেক আলী ফালুকে বিভিন্ন থানায় গাড়ি পোড়ানো

[১৮] নয়াদিগন্ত ১০ মার্চ ২০১৫
[১৯] মানবজমিন ২২ মার্চ ২০১৫ এবং অধিকারের সংগৃহীত তথ্য
[২০] প্রথম আলো ২১ মার্চ ২০১৫
[২১] প্রথম আলো ২৩ মার্চ ২০১৫
[২২] প্রথম আলো ২৪ মার্চ ২০১৫

মামলায় তিন দফায় ১৩ দিন এবং একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আবদুস সালামকে একটি পর্নোগ্রাফি মামলায় ৫ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। এছাড়াও এই সময় নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্নাকে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে তুলে নেয়ার ২১ ঘন্টা পর গ্রেফতার দেখানো হয় এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় ২৫ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ১০ দিনের রিমান্ডে নেয়ার অনুমতি দেয় আদালত।[২৩] ১০ দিনের রিমান্ড শেষে মান্নাকে ৭ মার্চ আদালতে হাজির করা হলে মান্না আদালতকে জানান, তিনি তাঁর জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শংকিত এবং জিজ্ঞাসাবাদকালে পুলিশি হেফাজতে তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছে।[২৪] কিন্তু আদালত পুনরায় তাঁকে আরেকটি মামলায় ১০ দিনের রিমান্ডে নেয়ার জন্য পুলিশকে অনুমতি দেয়। রিমান্ড চলাকালে গত ১০ মার্চ মান্না অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[২৫] ঢাকা মহানগর জামায়াতে ইসলামীর আমির রফিকুল ইসলামের ছেলে ২০১৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী রিফাত আবদুল্লাহ খানকে পরীক্ষা দিয়ে বের হবার পরপরই আটক করা হয়। কিন্তু প্রথমে তাঁর আটকের কথা অস্বীকার করলেও ৪৮ ঘন্টা পর তাঁকে গ্রেফতার দেখানো হয়। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কটুক্তি করার অভিযোগে তথ্য প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করা হয় এবং ৫ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়।[২৬]

১৫. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর অনেককেই আদালতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে হাজির না করে থানা হাজতে আটকে রেখে নির্যাতন করে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা শুধু ফৌজদারী অপরাধই নয় বরং মানবাধিকারের চরম লংঘন। বাংলাদেশের সংবিধান মোতাবেক কোন আসামীকে গ্রেফতারের পর তাঁকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে আদালতে সোপার্দ করতে হবে। সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদে বলা আছে "কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাবেনা কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেয়া যাবে না কিংবা কারো সাথে অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না"। রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ সুস্পস্ট নির্দেশনা দিয়েছে। হাইকোর্ট বিভাগ এই নির্দেশনায় বলেছেন, রিমান্ড মঞ্জুরের আগে এবং রিমান্ড থেকে ফেরার পর নিম্ন আদালতকে মেডিকেল রিপোর্ট পরীক্ষা করতে হবে। অভিযুক্তকে হেফাজতে নেয়ার পর তার আত্মীয় স্বজনকে খবর দিতে হবে। আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলতে দিতে হবে এবং আইনজীবীর উপস্থিতিতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। এমন একটি ঘরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে যেখানে তাঁকে বাইরে থেকে দেখা যায়। কিন্তু পুলিশ ও নিম্ন আদালত হাইকোর্ট বিভাগের এই নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে চলেছে। নিম্ন আদালত রিমান্ড মঞ্জুরের আগে এবং রিমান্ড থেকে ফেরার পর মেডিকেল রিপোর্ট পরীক্ষা করছে না এবং রিমান্ডে নিয়ে পুলিশ অভিযুক্তদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে।[২৭]

১৬. ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার অনুস্বাক্ষর করার পর দীর্ঘ ১৫ বছর দেশে এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন আইন হয়নি। মানবাধিকার কর্মীদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের ২৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদে সরকারী দলের সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারন) বিল ২০১৩ উত্থাপন করলে সেটি কণ্ঠভোটে পাস হয়।[২৮] অথচ এরই মধ্যে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারন) আইন সংশোধন করে নিজেদের সুবিধার্থে সংজ্ঞা ও তদন্ত কার্যক্রম পরিবর্তন ও সাজা কমানোর জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর। ২০১৩ সালের আইনে নির্যাতনকে সেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যেভাবে কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আইনের ১১(৪) ধারায় আছে, কোনো মামলা

[২৩] অধিকার থেকে সংগৃহীত তথ্য
[২৪] নিউ এইজ ১১ মার্চ ২০১৫
[২৫] মানবজমিন, ১১ মার্চ ২০১৫
[২৬] মানবজমিন, ৯ মার্চ ২০১৫
[২৭] সূত্র: ১৩জানুয়ারী ২০১১ আমারদেশ ১ম পাতা- প্রতিবেদক -অলিউলাহ নোমান
[২৮] অধিকাএর সংগৃহীত তথ্য

নিষ্পত্তিকালে আদালত প্রয়োজনে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনূন্য সাত দিনের অন্তরীণ আদেশ দিতে পারবেন, যা প্রয়োজন সাপেক্ষে বাড়ানো যাবে। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এটিরও বিলুপ্তি চেয়েছে। এই আইনের অধীনে কৃত কোনো অপরাধ যুদ্ধাবস্থা, যুদ্ধের হুমকি, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অথবা জরুরি অবস্থায় অথবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সরকারী কর্তৃপক্ষের আদেশে করা হয়েছে, এরুপ অজুহাত অগ্রহণযোগ্য হবে-এই ধারাও বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।[২৯]

১৭. ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদে এই আইন উত্থাপিত হলেও মূলত ভিকটিম পরিবার এবং মানবাধিকার কর্মীদের চাপে ২০১৩ সালে এটা পাশ হয়েছিল। এই আইনটি পাশের ব্যাপারে *অধিকার* ২০০৯ সাল থেকেই প্রচারণা চালিয়েছে এবং সরকার ও বিরোধীদলের সংসদ সদস্যদের সঙ্গে এই আইনটি পাশের জন্য অনেকগুলো বৈঠকও করেছে। বর্তমানে এই আইন থেকে পুলিশ সদর দপ্তরের প্রস্তাবিত ধারা বাতিল ও সংশোধন করা হলে এই আইনের আর কোন কার্যকারিতা থাকবে না বলে *অধিকার* মনে করে। এর ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা আরো দায়মুক্তি ভোগ করবে। এমনিতেই এই আইন থাকা সত্ত্বেও নির্যাতনের মাত্রার কোন হেরফের হয়নি বরং পায়ে গুলি করার একটি নুতন প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছে। তবুও এই আইন সম্পূর্ণরূপে বলবৎ থাকলে ভবিষৎতে জবাবদিহিতামূলক গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য তা প্রয়োজনীয় হবে বলে *অধিকার* মনে করে।

আটকের পর আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক পায়ে গুলি করার প্রবণতা

১৮. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে মার্চ মাসে ৭ ব্যক্তিকে পুলিশ আটকের পর পায়ে গুলি করেছে বলে জানা গেছে।

১৯. পুলিশের মধ্যে অভিযুক্ত ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের পায়ে গুলি করার নতুন এক নৃশংস প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেজনক। বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ এই ধরনের প্রবণতার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যেই আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে অনেকেই চিরস্থায়ী পঙ্গুত্ববরণ করেছেন।

২০. গত ১ মার্চ দুপুরে লক্ষীপুর জেলার কমলনগর উপজেলা থেকে পুলিশ প্রবাস ফেরত মাইন উদ্দিন (৩২) ও আরিফ হোসেনকে আটক করে। পরে রামগতি-লক্ষীপুর সড়কের কমলনগরের চর লরেন্স বেরার গোঁজ নামক জায়গায় নিয়ে পুলিশ ওই দিন দিবাগত রাত ১ টায় তাঁদের পায়ে গুলি করে 'বন্দুক যুদ্ধের' ঘটনার গল্প সাজায় বলে ভিকটিমদের স্বজনরা অভিযোগ করেছেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরিফ গত ১১ মার্চ ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে মারা যান। পুলিশ গুলিবিদ্ধদের যুবদল ও ছাত্র শিবিরের কর্মী বলে দাবি করলেও তাঁদের পরিবার ও স্থানীয়রা জানিয়েছেন, তাঁরা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।[৩০]

২১. গত ৩ মার্চ মোহাম্মদ নোমান চাকরির প্রথম মাসের বেতন নিয়ে পুরোনো ঢাকার সদর ঘাটে আসেন শার্ট কেনার জন্য। এই সময় ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। তিনি ভয়ে দৌড়ে চলে যাওয়ার সময় পুলিশ তাঁকে আটক করে এবং মারধর করে বাম পায়ে গুলি করে। ভোলার দরিদ্র কৃষক আবদুল মোন্নাফের ছেলে নোমানকে এরপর পুলিশ পাহারায় পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৩১]

২২. গত ৫ মার্চ মোহাম্মদ ইয়াসিন (৩২) নামে এক যুবক রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টায় চট্টগ্রামের দেওয়ানহাট এলাকা থেকে বাসায় ফিরছিলেন। এই সময় পাহাড়তলী থানার পুলিশ তাঁকে আটক করে। এরপর পাহাড়তলী বন্দর টোলরোড এলাকায় পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আজিজুর রহমান ইয়াসিন তাঁর পায়ে গুলি করেন। গুলি

[২৯] প্রথম আলো ৫ মার্চ ২০১৫
[৩০] যুগান্তর ১২ মার্চ ২০১৫
[৩১] মানবজমিন, ১৫ মার্চ ২০১৫

করার পর মোহাম্মদ ইয়াসিনকে গুরুতর আহতবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ইয়াসিনের পরিবারের অভিযোগ যুবদলের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তাঁর পায়ে গুলি করা হয়েছে।[৩২]

গণগ্রেফতারের ফলে কারাগারগুলোতে মানবিক বিপর্যয়

২৩. অতি সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশে প্রতিদিনই গণগ্রেফতার চলছে এবং এর ফলে দেশের কারাগারগুলোতে অতিরিক্ত বন্দির অসম্ভব রকম চাপ তৈরী হয়েছে। ফলশ্রুতিতে কারাগারগুলোতে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। দেশের মোট ৬৮টি কারাগারের সর্বমোট ধারণ ক্ষমতা ৩৪ হাজার ১৬৭ জন হলেও গণগ্রেফতারের ফলে কয়েকগুন বেশী বন্দি রয়েছেন কারাগারগুলোতে।[৩৩] অতিরিক্ত বন্দি হওয়ায় কারাগারগুলোতে খাদ্য, চিকিৎসা, পানি ও পয়ঃনিস্কাশন সংকট দেখা দিয়েছে এবং বাথরুম ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়ায় কারাগারগুলোতে মারাত্মক পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।[৩৪]

২৪. গত ৫ মার্চ সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে কারাবন্দি ছেলেকে দেখতে এসে বৃদ্ধা ছয়রা বেগম চরম ভোগান্তির শিকার হন। ছয়রা বেগম জানান, দীর্ঘ সময় ছেলেকে দেখার জন্য অপেক্ষা করলেও টাকা ছাড়া দেখা করার সুযোগ পান নাই। শেষ পর্যন্ত ৫০০ টাকা দিয়ে লোহার শিকের ভেতর দিয়ে ছেলেকে কেবল এক নজর দেখার সুযোগ পেয়েছেন। [৩৫]

২৫. গত ৯ মার্চ রাত আনুমানিক ১১ টায় গাইবান্ধা শহরের রেলস্টেশনে অবস্থিত আল-মদিনা রেষ্টুরেন্টে খাবার খেয়ে বাড়ি ফিরছিলেন গ্রিল মিস্ত্রি হিরু মিয়া। পথিমধ্যে টহল পুলিশ তাঁর গতিরোধ করে এবং গাইবান্ধা সদর থানার এক দারোগা তাঁর শার্টের কলার ধরে টেনে পুলিশ ভ্যানে উঠিয়ে থানায় নিয়ে যায়। থানায় নেয়ার পর হিরু মিয়া তাঁর পরিচয় দিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলে পুলিশ তাঁকে বলে "শালা তুই জামায়াত অথবা বিএনপির ক্যাডার। এবার মজা বোঝাবো তোকে। তুই পেট্রোল বোমায় মানুষ হত্যার সঙ্গে জড়িত"। এরপর পুলিশ হিরু মিয়াকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে শিবির নেতা হিসেবে আদালতে পাঠানোর কথা বলে। হিরু মিয়ার গ্রেফতারের খবর তাঁর বাড়িতে পৌঁছালে তাঁর স্বজনরা থানায় আসেন। এরপর পুলিশকে কিছু টাকা দিয়ে পেট্রল বোমা হামলার আসামী আর জামায়াত নেতা হিসেবে আদালতে না পাঠিয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়। গত ১১ মার্চ হিরু মিয়া জামিনে মুক্ত হয়ে এসে সাংবাদিকদের কাছে এই ঘটনা বর্ণনা করেন।[৩৬]

২৬. গত ১৮ মার্চ দুপুর আনুমানিক দেড়টায় সুমন নামের এক পঙ্গু যুবক স্ক্র্যাচে ভর করে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার গুলশান কার্যালয়ের সামনে যান। এই সময় পুলিশ তাঁকে আটক করে। সুমন জানান, তিনি আড়াই মাস ধরে অবরুদ্ধ খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।[৩৭]

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

২৭. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী মার্চ মাসে ১৬ জন সাংবাদিক আহত, একজন নির্যাতনের শিকার এবং একজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

---

[৩২] মানবজমিন, ৮ মার্চ ২০১৫
[৩৩] নিউএজ, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[৩৪] নয়াদিগন্ত, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[৩৫] যুগান্তর ৭ মার্চ ২০১৫
[৩৬] মানবজমিন,১৯ মার্চ ২০১৫
[৩৭] যুগান্তর, ১৯ মার্চ ২০১৫

২৮.অতি সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে মার্চ মাসেও সাংবাদিকদের ওপর হামলা, মামলা ও গ্রেফতারের ঘটনা অব্যাহত আছে। এই সব ঘটনাগুলোর সঙ্গে ক্ষমতাসীন দল ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২৯. গত ৩ মার্চ রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলায় বেসরকারী টিভি চ্যানেল একুশে টেলিভিশনের সাংবাদিক কনক সারওয়ারকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। গত ৭ জানুয়ারি রাজধানীর তেজগাঁও থানায় এএসআই বোরহানউদ্দিন বাদী হয়ে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় বিএনপি'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক রহমান, একুশে টিভির চেয়ারম্যান আবদুস সালামসহ আরও ৪/৫ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামী করা হয়। সাংবাদিক কনক সারওয়ারকে এই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে গত ৫ জানুয়ারি তারেক রহমান যুক্তরাজ্যে এক সমাবেশে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারিকে 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতির প্রতি অবজ্ঞা, বিডিআর বিদ্রোহ নিয়ে সেনাবাহিনীর প্রতি উসকানিমূলক বক্তব্য ও বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সম্পর্কিত বক্তব্য দেন। তাঁর এই বক্তব্য বাংলাদেশ সময় রাত ১টা ২৮ মিনিটে একুশে টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এরই জের ধরে একুশে টিভির চেয়ারম্যান আবদুস সালামকে আটক করা হয়। [৩৮]

৩০.গত ১ মার্চ ভোরে রাজশাহী নগরীর শিরোইল ঢাকা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় হানিফ এন্টারপ্রাইজের দুটি বাস ভাংচুর ও আগুন দেয় একদল দুর্বৃত্ত। এই ঘটনায় পরদিন ২ মার্চ বোয়ালিয়া মডেল থানার এসআই শরিফুল ইসলাম বাদী হয়ে বিস্ফোরক ও নাশকতার দুটি মামলা দায়ের করেন। ওই দুই মামলায় দৈনিক যুগান্তরের রাজশাহীর ব্যুরো প্রধান আনু মোস্তফাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। জানা গেছে, এই ঘটনায় হানিফ এন্টারপ্রাইজের ম্যানেজার মনজুর রহমান খোকন ঘটনার দিনই বোয়ালিয়া থানায় এজাহার দেন। কিন্তু পুলিশ তাঁর এজাহারটি ফেরত দিয়ে নিজেরাই বাদি হয়ে মামলা রেকর্ড করে। অভিযোগ উঠেছে, রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কতিপয় অসৎ ও দুর্নীতবাজ কর্মকর্তার সাম্প্রতিক বিতর্কিত ও বেআইনী কর্মকাণ্ড নিয়ে যুগান্তরে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় আনু মোস্তফাকে নাশকতার মতো গুরুতর অভিযোগের মামলায় পরিকল্পিতভাবে জড়ানো হয়েছে। এই ব্যাপারে আনু মোস্তফা বলেন, বোয়ালিয়া মডেল থানাসহ ডিবির পুলিশ কর্মকর্তারা চলমান সহিংসতা ও নাশকতার সুযোগে ব্যাপক আটক বাণিজ্য করে আসছে এবং সাধারণ মানুষকে ধরে থানায় নিয়ে গিয়ে টাকা আদায় করছে।[৩৯]

সভা-সমাবেশে ও মিছিলে বাধা

৩১.শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ ও মিছিল-র‍্যালি করা প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলা করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা। বর্তমান সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা দিচ্ছে এবং এতে পুলিশ ও দলীয় নেতাকর্মীদের ব্যবহার করছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদল ও ভিন্নমতালম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালানোর ফলে দেশে রাজনৈতিক অবস্থা চরম আকার ধারণ করেছে।

৩২.গত ৫ মার্চ আনুমানিক বেলা ১১ টায় মুন্সিগঞ্জ জেলা বিএনপি হরতালের সমর্থনে একটি মিছিল বের করে। মিছিলটি মুক্তারপুর পুরনো ফেরিঘাট এলাকায় পৌঁছালে পুলিশ বাঁধা দেয় এবং ব্যানার কেড়ে নেয়। সকাল

[৩৮] মানবজমিন, ৪ মার্চ ২০১৫

[৩৯] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

থেকেই পুলিশ বিএনপির কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেয় এবং নেতাকর্মীদের কার্যালয়ে ঢুকতে বাঁধা দেয়। পরে একটি সমাবেশ করার চেষ্টা করলেও পুলিশি বাঁধার মুখে তা পণ্ড হয়ে যায়।[৪০]

৩৩. গত ৩ মার্চ বেলা আনুমানিক সোয়া ১১ টায় ব্লগার অভিজিৎ রায়ের হত্যার প্রতিবাদে প্রগতিশীল ছাত্রজোট রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল করে সমাবেশের আয়োজন করে। এই সময় রাজশাহী মহানগর পুলিশের সহকারী কমিশনার রকিবুল আলমের নেতৃত্বে একদল পুলিশ সমাবেশে বাঁধা দেয়। সমাবেশে বাঁধা পেয়ে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা পুলিশের সহকারী কমিশনারের কাছে জানতে চান, আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করতে পারলে তাঁরা কেন পারবেন না। তখন সহকারী কমিশনার রকিবুল আলম বলেন, "এই ক্যাম্পাসে শুধু ছাত্রলীগ মিছিল করতে পারবে, তোমরা করতে পারবে না"। পরে পুলিশের বাঁধার মুখে প্রগতিশীল ছাত্রজোট আর সমাবেশ করতে পারেনি। এই ঘটনার পর সেদিনই ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ।[৪১]

বোমা হামলা

৩৪. মার্চ মাসে হরতাল ও অবরোধের সময় পেট্রোল বোমা হামলা ও আগুনে দগ্ধ হয়ে ১৩ জন নিহত ও ১৩১ জন আহত হয়েছেন।

৩৫. বর্তমানের চলমান রাজনৈতিক সহিংসতায় যানবাহনে পেট্রোল বোমা মেরে ও আগুন লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে হত্যা ও দগ্ধ করা হচ্ছে। এছাড়া রাজনৈতিক নেতাদের বাড়িতেও বোমা হামলা চালানো হচ্ছে। সরকার ও ২০ দলীয় জোট উভয়ই একে অপরকে পেট্রল বোমা হামলার জন্য দোষারোপ করছে, যদিও কেউ এর দায় স্বীকার করছে না। কিন্তু ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দুই পক্ষই জড়িত বলে প্রতীয়মান হয়।

৩৬. গত ২ মার্চ রাতে রাজশাহী নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটনের বাড়ি লক্ষ্য করে ককটেল হামলা চালিয়েছে দুর্বত্তরা। ককটেলটি লিটনের বাসার দ্বিতীয় তলার বারান্দায় বিস্ফোরিত হওয়ায় কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। লিটন তখন ঢাকায় ছিলেন। এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় সদস্য ও রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুলের বাড়িতে হামলা চালায় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা। হামলাকারীদের ইঁটের আঘাতে মেয়র বুলবুলের শাশুড়ি সাহারা খাতুনের মাথা ফেটে যায়। তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়। এই সময় বুলবুলও তাঁর বাসায় ছিলেন না।[৪২]

৩৭. গত ৪ মার্চ রাতে নঁওগার মহাদেবপুর থেকে একটি আলুভর্তি ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ড-১৪-৪৩৩৭) শিবগঞ্জ বাজারে এসেছিল। রাত আনুমানিক সোয়া ১১ টায় রহনপুর-কানসাট সড়কের নিমতলা কাঁঠাল এলাকায় ট্রাকটি পৌঁছালে তাতে পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে মারে দুর্বৃত্তরা। এতে ট্রাকে আগুন লেগে গেলে ট্রাকের চালক ফিরোজ (৩৬), হেলপার সেলিম ও আলুর মালিক সাহেব আলী (২৮) দগ্ধ হন। পরে স্থানীয় এলাকাবাসী ও পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। এখানে তাঁদের অবস্থার অবনতি হলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ট্রাকের হেলপার সেলিম ৫ মার্চ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টায় মারা যান।[৪৩]

৩৮. গত ৫ মার্চ মধ্যরাতে যশোরের বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক শক্তিশালী হাতে তৈরী বোমার বিস্ফোরণে শহরজুড়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য তরিকুল ইসলাম, একই সংগঠনের জেলা কমিটির

[৪০] যুগান্তর ৬ মার্চ ২০১৫
[৪১] মানবজমিন ৪ মার্চ ২০১৫
[৪২] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৪৩] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু, সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন, যুগ্ম-সম্পাদক মিজানুর রহমান খান, নগর সাধারণ সম্পাদক মুনির আহমেদ সিদ্দিকী বাচ্চু প্রমুখের বাড়িতে ৩০টিরও বেশি বোমা হামলা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত একটার দিকে দুর্বৃত্তরা তরিকুল ইসলামের যশোর শহরের ঘোপ এলাকার বাসায় পাঁচটি বোমা নিক্ষেপ করে। বোমার স্প্লিন্টারে বাড়ির দোতলার জানালার কাঁচ ভেঙে যায়। তরিকুল ইসলামের বাড়িতে অবস্থানরত তাঁর গাড়িচালক মনিরুল জানান, বোমা হামলায় অংশ নেয় পাঁচ যুবক। তাদের কাঁধে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল ও তাদের মুখ ঢাকা ছিল। এর কিছু সময় পর জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাবেরুল হক সাবুর উপশহর এলাকার বাড়িতে পাঁচটি, সহ-সভাপতি গোলাম রেজা দুলু, যুগ্ম-সম্পাদক মিজানুর রহমান খান, সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকন, জেলা বিএনপি'র সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম নয়নের ছেলে বিপ্লব চৌধুরীর বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, তাঁর ভাই সঞ্জয় চৌধুরী, নগর সাধারণ সম্পাদক মুনীর আহম্মেদ সিদ্দিকী বাচ্চু, পৌরসভার কাউন্সিলর সালাহউদ্দিন আহমেদের বাড়িতে একের পর এক শক্তিশালী হাতে তৈরী বোমা নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা।[৪৪]

৩৯. গত ১০ মার্চ রংপুর শহরের রবার্টসনগঞ্জ এলাকার একটি বাড়িতে বোমা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণের সময় জেলা যুবদলের সহ-সম্পাদক ফিরোজ সরকার বিপ্লবের ডান হাতের তিনটি আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পুলিশি পাহারায় তাঁর চিকিৎসা চলছে।[৪৫]

৪০. গত ১৩ মার্চ দিনাজপুর শহরের বালুবাড়ী সিপাহীপাড়া থেকে ওয়ার্ড যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক মর্তুজা রায়হানকে পেট্রোল বোমা রাখার মামলায় পুলিশ গ্রেফতার করেছে।[৪৬]

৪১. গত ২২ মার্চ যশোরের ঝিকরাগাছার ব্যবসায়ী শরীফ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে মারা যান। গত ১৯ মার্চ চালকের পাশে বসে নিজের ট্রাকে করে তিনি চট্টগ্রামে এসেছিলেন। সেখান থেকে চাঁদপুরের হরিণা ফেরিঘাটের দিকে যাওয়ার পথে চাঁদপুরের চান্দ্রা সড়কে রাত আনুমানিক ১২ টায় দুর্বৃত্তরা তাঁর ট্রাকটিতে পেট্রল বোমা ছোঁড়ে।[৪৭]

যৌথবাহিনীর অভিযানকালে ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ

৪২. গত ৪ মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ ও কানসাটে যৌথবাহিনীর অভিযান চলার সময় শিবগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যাপক কেরামত আলী ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল হক হায়দারীর বাড়িসহ ১৮টি বাড়িতে ভাংচুর করা হয়েছে বলে ওই সব বাড়ির লোকজন অভিযোগ করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত জিয়াউল হক ও সাদেক আলী জানান, তাঁদের বাড়ি তল্লাশীর সময় বাড়ির ফ্রিজ, টিভি, ফ্যানসহ আসবাবপত্র ভাংচুর করে স্বর্ণালঙ্কারসহ নগদ অর্থ নিয়ে যায় যৌথবাহিনীর সদস্যরা।[৪৮]

সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

৪৩. চলমান সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই সরকার ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ২৮ এপ্রিল এই ভোট গ্রহন অনুষ্ঠিত হবে বলে নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে। গত ৫ জানুয়ারী থেকে বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোট

[৪৪] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যশোরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৪৫] প্রথম আলো ১১ মার্চ ২০১৫
[৪৬] যুগান্তর ১৫ মার্চ ২০১৫
[৪৭] প্রথম আলো ২৩ মার্চ ২০১৫
[৪৮] নয়াদিগন্ত ৪ মার্চ ২০১৫

যে অবরোধ ও হরতালের ডাক দিয়েছিলো, ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের কারনে ২৯ শে মার্চ থেকে তা তুলে নেয়া হলেও সারা দেশে বলবৎ আছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় বোমা হামলা, যানবাহন ভাংচুর ও সরকারী কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে গুম, নির্যাতন ও বিচার বর্হিভূত হত্যাকাণ্ড ঘটছে। গণগ্রেফতার ও শান্তিপূর্ণ সভা সমাবেশের ওপর বাধা প্রদান করা হচ্ছে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের অনেক নেতা কর্মী এখন কারাগারে অথবা আত্মগোপনে আছেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কিভাবে অনুষ্ঠিত হবে সেটাই দেখার বিষয়। এছাড়া সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে মনোনীত বর্তমান নির্বাচন কমিশনের নিরেপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। গত জাতীয় সংসদ ও উপজেলা নির্বাচনে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। উপজেলা নির্বাচনে সরকার দলীয় নেতা কর্মীদের কেন্দ্র দখল, ভোট ডাকাতি এবং সংঘর্ষের বহু ঘটনা ঘটেছিল যা তখন নিয়ন্ত্রণে ও প্রতিরোধে বর্তমান নির্বাচন কমিশন সম্পূর্নভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৪৪. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী মার্চ মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ১ জন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই মাসে বিএসএফ এর হাতে মোট ৫ জন আহত হয়েছেন। এরমধ্যে ৩ জন গুলিতে ও ২ জন বাংলাদেশী নির্যাতনে আহত হয়েছেন। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ৩ জন বাংলাদেশী।

৪৫. গত ২২ মার্চ রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার চরপাঁকা ইউনিয়নের ওয়াহেদপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে তরিকুল ইসলাম (৩৫) নামে এক বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হয়েছেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৯ বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্ণেল আবু জাফর শেখ মোহাম্মদ বজলুল হক জানান, গত ২২ মার্চ দিবাগত রাত আনুমানিক ১টায় জামাইপাড়া গ্রামের ইউসুফ আলীর ছেলে তরিকুল ইসলামসহ ৫ জন গরু আনার জন্য আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৬/৪-এস এর কাছ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করছিলেন। এইসময় ভারতের ২০ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের চাঁদনীচক ক্যাম্পের সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। এতে তরিকুল ইসলাম গুলিবিদ্ধ হন। তরিকুলের সঙ্গীরা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসলে রাত আনুমানিক আড়াইটায় তরিকুল মারা যান।[৪৯]

৪৬. ভারত দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে নিরস্ত্র বাংলাদেশীদের দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা করছে ও অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন এবং তা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ।

৪৭. *অধিকার* মনে করে বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমাল রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম দেশ কখনোই অন্য কোন দেশ কর্তৃক তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না।

[৪৯] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার

৪৮. এক ধরনের স্বার্থান্বেষী মহল জমি দখল, চাঁদাবাজিসহ নানান ধরনের স্বার্থের কারনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে এবং এর ফলশ্রুতিতে তাঁরা তাঁদের বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। এই ধরনের অনেক ঘটনার সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের ব্যক্তিরা জড়িত থাকায় এবং তাদের বিচার না হওয়ায় এই ধরণের অপরাধমূলক ঘটনা ঘটেই চলেছে।

৪৯. বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার পঞ্চাকোড়ালিয়া ইউনিয়নের চন্দনতলা (মগপাড়া হিসেবে পরিচিত) গ্রামের ১৪টি সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবার স্থানীয় যুবলীগ নেতা জাকির হোসেন, তার ছোট ভাই আব্দুস সালাম ও তার সহযোগী আবদুর রশীদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে বরগুনা শহরের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান করতে বাধ্য হচ্ছেন। ভিটেবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া পরিবারগুলোর মধ্যে রয়েছেন, কার্তিক রায় (৬০), হরেন রায় (৫৫), যাদব সরকার (৪২), মাধব সরকার (৪৫), ধীরেন সরকার (৭৫), সুভাষ সরকার (৪৪), রমেশ সরকার (৩২), রিপন রায় (৪০), নীলা রানী (৫০), রনজিৎ সরকার (৬০), শ্যামল (৪১), সুমন্ত (৪২), বাবুল (৩৫) ও জিতেন রায়ের (৬৫) পরিবার। ভিকটিমরা জানিয়েছেন দীর্ঘদিন ধরে দুবৃর্ত্তরা তাঁদের হয়রানি করে আসছে। যুবলীগ নেতা জাকির হোসেন ও তার সহযোগীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের জমি বাজার মূল্য থেকে কম দামে তাঁদের কাছে বিক্রি করে দেয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলো। এছাড়া তাদের কারনে হিন্দু নারীরাও নিরাপত্তাহীনতায় ছিলেন। সম্প্রতি আব্দুর রশিদ এক কিশোরীকে রাস্তায় আটকিয়ে যৌন নিপীড়ন করে। এই ঘটনায় রশিদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এ মামলাও হয়। কিন্তু স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতাদের চাপে এবং সালিশ করে দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে বাদী মামলা তুলে নিতে বাধ্য হন। এদের অত্যাচারের কারণে ২০১৩ সালের শুরুর দিকে প্রথমে তিনটি পরিবার গ্রাম ছেড়ে বরগুনা শহরে আশ্রয় নেয়। একই কারণে ২০১৪ সালের শুরুর দিকে আরও দুটি পরিবার শহরে এসে আশ্রয় নেয়। সর্বশেষ ১২ মার্চ রাতে মগপাড়া গ্রাম থেকে নয়টি হিন্দু পরিবার একযোগে ভিটেমাটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৩ মার্চ সকালে যুবলীগ নেতা জাকির হোসেন,তার ছোট ভাই আব্দুস সালাম ও তার সহযোগী আবদুর রশীদের নেতৃত্বে ৪০-৫০ জন দুবৃর্ত্ত হিন্দু পরিবারগুলোর বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেয় এবং সব মালামাল লুটপাট করে বাড়ির বড় বড় গাছগুলো কেটে নিয়ে যায়। বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে আসা পরিবারগুলোর মধ্যে ইতি রানী (১৪) জানিয়েছেন, তিনি বগীরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। তাঁর লেখাপড়া এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।[৫০]

৫০. *অধিকার* এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং দুর্বৃত্তদের বিচার করে শাস্তির দাবী ও ভিকটিমদের নিরাপত্তা বিধান করে তাদের বসতভিটাতে ফিরিয়ে আনানোর জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৫১. ২০১৫ সালের মার্চ মাসে ৮ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৫২. প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে *অধিকার* মনে করে।

[৫০] নিউএজ ২৯ মার্চ ২০১৫/ অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পটুয়াখালীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/ প্রথম আলো ৩০ মার্চ ২০১৫

সিলেটে স্কুল ছাত্রকে অপহরণ করে হত্যা

৫৩.গত ১১ মার্চ সকাল আনুমানিক ১১টায় রায়নগরে মামার বাসায় যাওয়ার পথে অপহৃত হয় সিলেটের শাহী ঈদগাহ হযরত শাহমীর (র.) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র আবু সাঈদ। এরপর অপহরনকারীরা মুক্তিপণ হিসেবে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করে। সাঈদের পরিবার দুই লক্ষ টাকা মুক্তি পণ দিতে রাজিও হয়েছিলো। এই ঘটনায় তার পিতা ১১ মার্চ রাতে কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। কিন্তু পুলিশকে ঘটনা জানানোর কারণে অপহরনকারীরা সাঈদকে হত্যা করে। গত ১৪ মার্চ রাতে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের বিমান বন্দর থানার কনস্টেবল এবাদুর রহমানের ৩৭ কুমারপাড়া ঝরণারপাড়ের বাসা থেকে আবু সাঈদের বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশ কনস্টেবল এবাদুর রহমান জেলা আওয়ামী ওলামা লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রকিব ও র‍্যাবের সোর্স গেদা মিয়াকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তাঁরা ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দী দিয়েছে।[৫১]

৫৪. *অধিকার* এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে আইন শৃংখলা রক্ষকারী বাহিনীর সদস্য এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের দায়মুক্তির কারনে সমাজে এই ধরনের ঘৃন্য অপরাধমূলক ঘটনা বেড়েই চলেছে।

ব্লগার ওয়াশিকুর রহমান বাবুকে কুপিয়ে হত্যা

৫৫.গত ৩০ মার্চ সকাল আনুমানিক সাড়ে নয়টায় ঢাকার তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল দক্ষিণ বেগুনবাড়ি এলাকায় ব্লগার ওয়াশিকুর রহমান বাবু তাঁর বাসা থেকে মতিঝিলে তাঁর কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে বের হলে তিন জন দুর্বৃত্ত তাঁকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। আহতবস্থায় তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সকাল আনুমানিক সাড়ে দশটায় বাবু মারা যান। এই ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করেছে।[৫২]

৫৬. বর্তমান সরকার ভিন্নমতালম্বীদের ওপর দমন-নিপীড়ন চালাচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে আইনের শাসনের মারাত্মক অবনতির সুযোগে দুর্বৃত্তরা ভিন্নমতালম্বীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। এর আগে দুর্বৃত্তরা পুলিশের সামনে প্রকাশ্যে ব্লগার অভিজিৎকে হত্যা করে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অভিজিৎ এর হত্যাকারীদের পুলিশ আটক করতে না পারায় এই ধরনের ঘটনার আরো ব্যাপ্তি ঘটছে বলে *অধিকার* মনে করে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৫৭.মার্চ মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ধর্ষণ, যৌতুক সহিংসতা, এসিড সন্ত্রাস এবং যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এই সময় নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক মামলার স্বাক্ষী এক নারীকে গুলি করে হত্যা করেছে ক্ষমতাসীন দলের এক নেতা। উদাহরণস্বরূপ গত ৬ মার্চ ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার ২ নম্বর বগাদানা ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জসিম উদ্দিন তার বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক মামলা প্রত্যাহার করতে বিবি হাজেরার মা বিবি আয়েশাকে অস্ত্র ঠেকিয়ে ঘর থেকে তুলে নিয়ে শারীরিকভাবে অত্যাচার করে। এরপর গত ৭ মার্চ সকালে জসিম উদ্দিন তার আরো কয়েকজন সহোযোগীসহ হাজেরাকে ঐ

[৫১] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৫২] যুগান্তর ৩১ মার্চ ২০১৫

মামলায় সাক্ষ্য না দিতে অস্ত্র উচিয়ে শাসাতে থাকে এবং এক পর্যায়ে জসিম উদ্দিন হাজেরাকে গুলি করে হত্যা করে।[৫৩]

যৌন হয়রানী

৫৮.মার্চ মাসে মোট ১৯ জন নারী ও শিশু যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন; এর মধ্যে ২ জন আহত, ৬ জন লাঞ্ছিত এবং ১১ জন নারী ও শিশু বিভিন্নভাবে বখাটে কর্তৃক আহত হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে কর্তৃক ১ জন পুরুষ নিহত এবং ৬ জন নারী ও ১১ জন পুরুষ আহত হয়েছেন।

৫৯. সিলেট শহরতলীর টিলাগড় এলাকার মিরাপাড়া বোরহান উদ্দিন আবাসিক প্রকল্পের বাসিন্দার কিশোরী কন্যা (১৫) কে স্থানীয় বখাটে জামাল বেশ কিছুদিন ধরে উত্যক্ত করে আসছিলো। এই নিয়ে বখাটের স্বজনদের জানিয়েও কোন ফল হয়নি। গত ৯ মার্চ সকালে কিশোরী কন্যার পিতা বাহার উদ্দিন (৬০) এই ঘটনায় অসহ্য হয়ে বখাটে জামালকে ধাওয়া করলে সে দৌড়ে পালিয়ে যায়। এরপর দুপুর আনুমানিক ১টায় জামাল ও তার সহযোগীরা একত্রে বাহার উদ্দিনের বাড়ীতে অতর্কিত হামলা চালায়। হামলায় বাহার উদ্দিন ও তাঁর কিশোরী কন্যা সহ ৫ জন আহত হন।[৫৪]

যৌতুক সহিংসতা

৬০.মার্চ মাসে ১১ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৮ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৩ জন শারীরিকভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৬১. গত ৯ মার্চ লক্ষীপুর জেলার কমলনগর উপজেলায় যৌতুকের ৩০ হাজার টাকা না পেয়ে গৃহবধু রামেদাকে (২৪) গলা কেটে হত্যা করে তাঁর স্বামী সুমন পালিয়ে যায়।[৫৫]

ধর্ষণ

৬২.মার্চ মাসে মোট ৩৫ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১২ জন নারী, ২২ জন মেয়ে শিশু ও ১ জনের বয়স জানা যায় নি। ঐ ১২ জন নারীর মধ্যে ৭ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ২২ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়ে ৩ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৬৩.গত ৯ মার্চ খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালায় দশম শ্রেণী পড়ুয়া ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির এক কিশোরী বনবিহারে ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষে মানস কান্তি চাকমা ও সুজন জ্যোতি চাকমার সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন। এই সময় কবাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সোহেল, দীঘিনালা উপজেলা মৎসজীবী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সোহাগ, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এবং অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ আমির হোসেন তাঁদের আটকিয়ে কবাখালী বাজারে নিয়ে যায়। এরপর মানস কান্তি চাকমা ও সুজন জ্যোতি চাকমাকে স্থানীয় সবুজ সংঘ ক্লাব ঘরে আটকিয়ে রেখে কিশোরীকে পাশ্ববর্তী তামাক ক্ষেতে নিয়ে যেয়ে ধর্ষণ করে। পুলিশ মোহাম্মদ সোহেলকে গ্রেফতার করেছে। [৫৬]

---

[৫৩] ইত্তেফাক ৮ মার্চ ২০১৫

[৫৪] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৫৫] যুগান্তর ১১ মার্চ ২০১৫

[৫৬] মানবজমিন ১১ মার্চ ২০১৫

এসিড সহিংসতা

৬৪. মার্চ মাসে ৩ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ২জন নারী ও ১ জন মেয়ে শিশু।

৬৫. হবিগঞ্জ সদর উপজেলার জয়রামপুর গ্রামে দুর্বৃত্তদের ছোঁড়া এসিডে তাহমিনা আক্তার নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর মুখ ও শরীরের কিছু অংশ ঝলসে গেছে। গত ১১ মার্চ রাত আনুমানিক একটায় দু-তিন জন দুর্বৃত্ত কৌশলে ঘরে ঢুকে মেয়েটিকে লক্ষ্য করে এসিড ছুঁড়ে পালিয়ে যায়। তাহমিনার পরিবারের ধারণা স্কুলে যাওয়া আসার পথে তাহমিনাকে এলাকার দুই বখাটে প্রায়ই উত্ত্যক্ত করতো, তারাই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তাহমিনাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে।[৫৭]

৬৬. *অধিকার* নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাগুলোতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আইন ও বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, ভিকটিম ও স্বাক্ষীর নিরাপত্তার অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের দায়মুক্তি, নারীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দুর্বল প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন ও ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও সহিংসতার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)

৬৭. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[৫৮] ওয়েবসাইটে বা 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ শাস্তি দশ বছর থেকে চৌদ্দ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য পূর্বে সর্বনিম্ন শাস্তির কোন বিধান ছিল না কিন্তু বর্তমানে সর্বনিম্ন শাস্তি সাত বছর করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং একে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৬৮. *অধিকার* অবিলম্বে এই নিবর্তনমূলক আইন বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা

৬৯. দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতি মূলক কার্যাবলী প্রতিরোধের লক্ষ্যে এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গঠন করা হয়। এই আইনের ২ অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'এই কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হইবে'। আইনানুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার কথা থাকলেও দুদক সে দায়িত্ব পালন করছে না। দুদককে যে ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে হচ্ছে তা তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে। সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী রাজনীতিক এবং আমলাদের দুর্নীতির বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছিলো দুর্নীতি দমন কমিশন। কিন্তু তদন্তনাধীন এইসব ঘটনায় বেশীর ভাগ অভিযুক্তই

[৫৭] প্রথম আলো ১৩ মার্চ ২০১৫

[৫৮] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

দায়মুক্তি পেয়ে যাচ্ছেন। অনেকটা গোপনেই মামলা নথীভুক্ত করে দায়মুক্তির 'সনদ' দিচ্ছে দুর্নীতি দমন কমিশন। তিন বছর আট মাসে কমিশন বিলুপ্ত ব্যুরো'র মামলাসহ ৫৩৪৯টি দুর্নীতির অনুসন্ধান নথিভুক্ত করে আসামীদের দায়মুক্তি দিয়েছে।[৫৯]

৭০. ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে অগাস্ট পর্যন্ত প্রায় ১৬০০ ক্ষমতাসীন দল সমর্থক রাজনৈতিক ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাকে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে পদ্মা সেতু সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগ থেকে সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনসহ ১০ জনকে এবং সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হককেও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেয় দুদক। এছাড়াও দুর্নীতির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় সংসদের উপনেতা সাজেদা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, ত্রাণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, ফিলিপাইনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মাজেদা রফিকুন নেসা প্রমুখ।[৬০]

৭১. ২০১৩ সালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কয়েকজন সিনিয়র নেতা ও দলটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অভিযোগ আনা হয়েছিলো, সেগুলো খারিজ করে দিয়েছে এই কমিশন। এরমধ্যে সাবেক সংসদ সদস্য এইচবিএম ইকবাল ও সাবেক চিফ হুইপ আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে দুইটি মামলা থেকে অব্যাহতি দেয় কমিশন। ২০১৩ সালের জুন মাসে সাবেক মন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে দুর্নীতির একটি অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয় কমিশন। এছাড়া বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাকে দায়মুক্তি এবং মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।[৬১] কক্সবাজার-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য সাইমুম সারোয়ার ও তাঁর স্ত্রী সৈয়দা সেলিনা আক্তারকে জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের দায় থেকে অব্যাহতি দেয় দুদক। ২০১৫ সালের ১৫ জানুয়ারি এই অব্যাহতির বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন দুদকের সচিব মাকসুদুল হাসান খান।[৬২] জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের দায় থেকে নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য শামীম ওসমানকেও অব্যাহতি দেয় দুদক। ২০১৪ সালের ১৭ নভেম্বর কমিশন অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়টি অনুমোদন করার পর গত ১৫ ডিসেম্বর এই অব্যাহতির বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন দুদকের সচিব মাকসুদুল হাসান খান।[৬৩] অন্যদিকে বিরোধী দল বিএনপির শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলার আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে কমিশন।[৬৪]

৭২. এছাড়া দুর্নীতির অভিযোগ থেকে রেহাই দেয়ার কথা বলে ঘুষ নেয়ার একাধিক অভিযোগে জড়িয়ে পড়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রায় অর্ধশত কর্মকর্তা। অবৈধ সম্পদের নোটিশ, অনুসন্ধান, মামলা ও চার্জশিটের ভয় দেখিয়ে ঘুষ দাবি করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে তাঁদের বিরুদ্ধে। ভুক্তভোগীদের অনেকেই দুদকে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস না পেয়ে বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ করেন।[৬৫]

৭৩. হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে ৫-৬ মে, ২০১৩ তে বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে *অধিকার* তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করায় গত ১০ অগাস্ট ২০১৩ সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে বিনা ওয়ারেন্টে তুলে নিয়ে গিয়ে পরে গ্রেফতার দেখায়। এরপর থেকেই দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষ থেকে *অধিকার* এর আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়, যা আদিলুর রহমান

[৫৯] মানবজমিন, ১০ অক্টোবর ২০১৪
[৬০] মানবজমিন, ১০ অক্টোবর ২০১৪
[৬১] মানবজমিন, ১০ অক্টোবর ২০১৪
[৬২] প্রথম আলো, ১৯ জানুয়ারি ২০১৫
[৬৩] প্রথম আলো ২১ জানুয়ারি ২০১৫
[৬৪] মানবজমিন ১০ অক্টোবর ২০১৪
[৬৫] ইত্তেফাক ২৩ জুন ২০১৪

খানের জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে আরো বৃদ্ধি পায়। দুদক বিশ বছরের পুরোনো ও সোচ্চার মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের নামে চাপ সৃষ্টি করছে। সম্প্রতি অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা উপ-পরিচালক হারুন অর রশীদ প্রায় দেড় বছর ধরে তদন্ত করে বিষয়টি নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তির সুপারিশ করলেও সেটি কমিশনের কাছে সন্তুষ্টজনক না হওয়ায় নতুনভাবে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই জন্য দুদকের সহকারী পরিচালক রফিকুল ইসলামকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। [৬৬]

৭৪. দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ড স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকারের বর্তমান দমনমূলক কর্মকাণ্ডের সহায়ক হিসেবে *অধিকারকে* হয়রানী করছে। *অধিকার* বহু দিন ধরেই দুদকের বৈষম্যমূলক আইন ও অস্বচ্ছ কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে আসছে ও এর কর্মকর্তাদের বার্ষিক আয়-ব্যয় বিবরণী ওয়েব সাইটের মাধ্যমে জনসম্মুখে প্রকাশের কথা বলে আসছে। দুদক যে কোন সময়েই আইনসম্মত পথে *অধিকার* এর আর্থিক লেনদেন তদন্ত করতে পারে, তবে এমন এক সময় এই তদন্তের নামে হয়রানী করছে, যখন সরকার চাপ সৃষ্টি করে *অধিকারকে* বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করছে। এইক্ষেত্রে সরকারি আজ্ঞাবাহী পরাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবেই দুদক আবারো আর্বিভূত হয়েছে।

অধিকার এর মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান

৭৫. গত ১০ অগাস্ট ২০১৩ থেকে *অধিকার এর* ওপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন চরম আকার ধারন করেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবেদন প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এবং পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় দায়েরকৃত নিবর্তনমূলক মামলা এখনও বলবৎ রয়েছে। *অধিকার* এর মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারী সহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। সেই সঙ্গে *অধিকার* এর সমস্ত মানবাধিকার কর্মকাণ্ড ব্যাহত করার জন্য গত এক বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। ফলে *অধিকার* এর তৃনমূল পর্যায় থেকে অফিস পরিচালনা পর্যন্ত সমস্ত কর্মকাণ্ড মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

৭৬. একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা। অথচ সরকার হয়রানীর মাধ্যমে *অধিকার* তথা সমস্ত মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যবৃন্দের কণ্ঠরোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

[৬৬] নয়াদিগন্ত ১২ মার্চ ২০১৫

পরিসংখ্যান: ১-৩১ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫*					
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড**	ক্রসফায়ার	১২	৩০	৯	৫১
	গুলিতে নিহত	৫	৫	২	১২
	পিটিয়ে হত্যা	১	০	০	১
	শ্বাসরোধে হত্যা	০	১	০	১
	নির্যাতনে মৃত্যু	০	০	১	১
	অন্যান্য	০	২	০	২
	মোট	১৮	৩৮	১২	৬৮
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি		২	১৬	৭	২৫
গুম		১৪	৯	৯	৩২
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	২	৫	১	৮
	বাংলাদেশী আহত	১১	৭	৫	২৩
	বাংলাদেশী অপহৃত	৪	৯	৩	১৬
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৬	৩	১৬	২৫
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	০	২
	লাঞ্ছিত	২	১	০	৩
	নির্যাতন	০	০	১	১
	গ্রেফতার	২	০	১	৩
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৪৮	৪০	৩২	১২০
	আহত	১৯৪৭	৭২২	৫৬১	৩২৩০
যৌতুক সহিংসতা		১৩	১৫	১১	৩৯
ধর্ষণ		৩২	৪৩	৩৫	১১০
যৌন হয়রানীর শিকার		১৯	৯	১৯	৪৭
এসিড সহিংসতা		৯	৩	৩	১৫
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১২	৭	৮	২৭

* *অধিকার* এর তথ্য হতে সংকলিত

সুপারিশসমূহ

১. ৫ জানুয়ারি ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জোর করে ক্ষমতায় থাকাই বর্তমান সংকটের কারণ। যে কারণে সরকারের বৈধতা নিয়ে সাংবিধানিক ও নৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এর আশু মীমাংসার জন্য অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে স্বচ্ছ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য সংসদ নির্বাচন করা ছাড়া আর

কোন বিকল্প নেই। চলমান রাজনৈতিক সংকট ইতিমধ্যেই ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দেশে আরো ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোকে সহিংসতা ও সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি বন্ধে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে এবং সহিংসতার দায় একে অপরের ওপর চাপানোর সংস্কৃতি বন্ধ করে প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেফতার ও শাস্তি দিতে হবে।

২. হরতাল ও অবরোধ চলাকালে পেট্রোল বোমা হামলা নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। সাধারণ নাগরিকরাই মূলত এই সমস্ত হামলার শিকার হচ্ছেন। যার কারণে অনেকে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং অনেকেই চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছেন। *অধিকার* এই হামলাগুলোর সঙ্গে জড়িতদের বিচার দাবি করছে।

৩. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। ক্রসফায়ারের নামে বিচারবহির্ভূতভাবে মানুষ হত্যা বন্ধ করতে হবে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৪. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৫. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক নির্যাতনের ঘটনাগুলোর নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। পুলিশ সদর দফতরের সুপারিশ অনুযায়ী আইনটি কোন ভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে।

৬. শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

৭. গণগ্রেফতার ও কারাগারে মানবাধিকার লংঘন বন্ধ করতে হবে। মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানসহ[৬৭] রাজনৈতিক কারণে আটককৃত সবাইকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

৮. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

[৬৭] মাহমুদুর রহমান ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল থেকে কারাগারে আটক রয়েছেন

৯. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১১. নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

১২. দুর্নীতি দমন কমিশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্মকর্তা কর্মচারীর আয় ব্যয়ের হিসাব উন্মুক্ত থাকতে হবে।

১৩. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালকের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এর অধীনে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের বিরুদ্ধে হয়রানি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। মানবাধিকার কর্মকাণ্ডকে কার্যকর রাখতে সরকারকে অবশ্যই জরুরীভাবে *অধিকার এর* অর্থছাড় দিতে হবে।